

দানয়িলে স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা নিয়ে “ব্যাকুল” ছিলেন, কারণ তিনি বুঝতে পারছিলেন যে ওই ব্যাখ্যাটি নবুখদনেজেরকে ক্షুব্ধ করতে পারে; কিন্তু নবুখদনেজের যখন তাঁকে কথা বলতে উৎসাহ দলিনে, তখন দানয়িলে নবুখদনেজেরকে আসন্ন বচিররে বশিয়ে একটা সতর্কবার্তা দলিনে। আসন্ন বচিররে এই সতর্কবার্তাটা ১৭৯৮ সালে অন্তরে সময়ে আগত প্রথম স্বর্গদূতরে সতর্কবার্তার প্রতীক।

তখন দানয়িলে, যার নাম ছিল বলেতশাসুসার, এক ঘণ্টা অবধিস্তম্ভতি হয়ে রইলনে, আর তাঁর চিন্তাগুলি তাঁকে বচিলতি করল। তখন রাজা বললনে, বলেতশাসুসার, স্বপ্নটা বা তার ব্যাখ্যাটা যিনে তোমাকে বচিলতি না করবে। বলেতশাসুসার উত্তর দয়িবে বললনে, প্রভু আমার, স্বপ্নটা যিনে যারা তোমাকে ঘৃণা করে তাদের বশিয়ে হয়, আর তার ব্যাখ্যাটা তোমার শত্রুদেরে জন্ব হউক। দানয়িলে ৪:১৯।

ড্যানয়িলে “এক ঘণ্টা অবধিস্তম্ভতি ছিলনে।” ‘ঘণ্টা’ শব্দটা ড্যানয়িলে পুস্তকে মোট পাঁচবার এসছে, এবং পুরাতন নয়মে অন্য কোথাও এটা পাওয়া যায় না। এখানে এটা সেই সময়কালকে বোঝায়, যখন ড্যানয়িলে—যনি জুঞ্ঞানের বৃদ্ধি বোঝা ‘জুঞ্ঞানী’দেরে প্রতিনিধিত্ব করনে—প্রথম স্বর্গদূতরে সতর্কবার্তা দেওয়ার জন্ব প্রস্তুত নিনে; যে স্বর্গদূত ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-এ অনুসন্ধানমূলক বচির শুরুর কথা ঘোষণা করে। স্বপ্নরে বশিয়ে ড্যানয়িলেরে ব্যাখ্যায় শুধু আসন্ন বচিররে ঘোষণা নয়, নবুখদনেজেরকে পাপ ত্যাগ করার আহ্বানও অন্তর্ভুক্ত আছে, যা প্রথম স্বর্গদূতরে চরিস্থায়ী সুসমাচারকে উপস্থাপন করে। এই ‘ঘণ্টা’ ভবিষ্যদ্বাণীমতে সমাপ্তির সময়ে, ১৭৯৮ সালে, চহিনতি হবে, যখন প্রথম স্বর্গদূত ইতিহাসে আবর্ভূত হয়। প্রথম স্বর্গদূত ১৭৯৮ সালে ইতিহাসে আবর্ভূত হয়, যখন উত্তর রাজ্যরে বর্বিদ্ধে আরোপতি ঈশ্বররে ‘সাত কাল’ প্রতিশোধরে সমাপ্তি ঘটে, যার সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৭২৩ সালে।

কারণ এগুলো প্রতিশোধরে দনি, যাতে যা যা লখো হয়েচে তা সব পূর্ণ হয়। কিন্তু সে দনি গর্ভবতীদেরে ও যারা স্তন্যপান করান তাদেরে জন্ব হায়! কারণ দশে মহা সংকট হবে, এবং এই জাতরি ওপর ক্রোধ আসবে। আর তারা তরবাররি ধার দ্বারা নহিত হবে, এবং বন্দীদশায় সব জাততিে নিয়ে যাওয়া হবে; এবং যরিশালমে অজাতদেরে দ্বারা পদদলতি হবে, যতক্ষণ না অজাতদেরে সময় পূর্ণ হয়। লুক ২১:২২-২৪।

ঈশ্বররে প্রতিশোধরে যে সময়কাল ইস্রায়লেরে উত্তর রাজ্যরে ওপর নমে এসছিলি, সেই সময়ে নবুখদনেজেরকে পশুর হৃদয় নিয়ে বঁচে থাকতে হয়েছিলি, কারণ নবুখদনেজের ছিলনে উত্তররে রাজা। লুক যরিশালমেকে পদদলতি করার সমাপ্তিবিন্দু চহিনতি করতে গয়িবে সেই একই সময়কালকে বহুবচনে “সময়সমূহ” (“অজাতদেরে সময়সমূহ”) বলে অভিহিতি করছেন।

আর তারা তরবাররি ধার দয়িবে নহিত হবে, এবং বন্দী করে সমস্ত জাতরি মধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে; এবং অজাতীয়দেরে দ্বারা যরিশালমে পদদলতি হবে, যতক্ষণ না অজাতীয়দেরে সময় পূর্ণ হয়। লুক ২১:২৪।

প্রকাশতি বাক্য গ্রন্থে অজাতীয়দেরে দ্বারা পবতিরস্থান ও বাহনীকে পদদলতি করার সময়কালকে সরাসরি এক হাজার দুইশো ষাট বছর হিসেবে চহিনতি করা হয়েচে, কারণ তা মূলত পোপীয় নরিয়াতনেরে সময়কালকেই জোর দয়িবে তুলে ধরছিলি।

কিন্তু মন্দরিরে বাহরিরে যে আঙনি আছে, সটে বাদ দাও, এবং সটে মাপতি না; কারণ সটে অন্যজাতদেরে দেওয়া হয়েচে; আর পবতির নগর তারা বয়োল্লশি মাস পর্যন্ত পদদলতি করবে। আর আমি আমার দুই সাক্ষীকে ক্షমতা দেবে, এবং তারা শোক-বস্ত্রে আবৃত হয়ে

এক হাজার দুই শত ষাট দনি ভবষিষদ্বাণী করবো। প্রকাশতি বাক্য ১১:২, ৩।

দানয়িলে নবুখদনজেরকে যে সতরুকবারতা দয়িছেলিনে, তা আসন্ন বচিররে সতরুকতার প্রতিনিধিত্ব করে। সেই সতরুকবারতার আগমন প্রতীকভাবে ১৭৯৮ সালে চহ্নিতি করা হয়ছে, যখন প্রথম স্ববর্গদূত আসন্ন অনুসন্ধানমূলক বচিররে বষিষে সতরুক করতে এসে পৌঁছছিলি। চতুর্থ অধ্যায়ে 'ঘণ্টা' শব্দটির দ্বিতীয় ব্যবহারে নবুখদনজেরের উপর ভবষিষদ্বাণীকৃত বচিরটি ঘটছিলি।

এই সবই রাজা নবুখদনজেরের উপর এসে পড়ল। বারো মাসের শেষে তিনি বাবিলের রাজপুরাসাদে হাঁটছিলিনে। রাজা বললনে, 'এই কিসেই মহান বাবিলি নয়, যা আমি আমার শক্তির বল দয়িে রাজ্যেরে গৃহেরে জন্ম এবং আমার মহিমার সম্মানেরে জন্ম নরিমাণ করছে?' রাজা এই কথা বলতেই স্ববর্গ থেকে একটি স্ববর নমে এল: 'হে রাজা নবুখদনজের, তোমার উদ্দেশে এই কথা বলা হচ্ছে—রাজ্য তোমার কাছ থেকে তুলে নেওয়া হয়ছে। এবং তারা তোমাকে মানুষেরে মধ্য থেকে তাড়য়িে দেবে, তোমার বাসস্থান হবে মাঠেরে পশুদেরে সঙগে; তারা তোমাকে গরুর মতো ঘাস খাওয়াবে, এবং সাত কাল তোমার উপর দয়িে যাবে, যতক্ষণ না তুমি জিনে নাও যে সর্বোচ্চ পরমেশ্বরের মানুষেরে রাজ্যে শাসন করনে এবং তিনি যাকে চান তাকেই তা দনে।' সেই একই ঘণ্টাতেই নবুখদনজেরের উপর সেই কথা পূরণ হলো; এবং তাকে মানুষেরে মধ্য থেকে তাড়য়িে দেওয়া হলো, তিনি গরুর মতো ঘাস খলেনে, তাঁর দহে স্ববর্গেরে শশিরিে ভজিে গলে, যতক্ষণ না তাঁর চুল ঈগলেরে পালকেরে মতো বড়ে উঠল এবং তাঁর নখ পাখিরি নখরেরে মতো হয়ে গলে। দানয়িলে ৪:২৮-৩৩।

যে বচিররে পূর্বাভাস দেওয়া হয়ছিলি, নবুখদনজের যখন নিজেরে হৃদয়কে অহংকারে উঁচু করলনে, ঠকি সেই "ঘণ্টায়" তা এল। যে তদন্তমূলক বচিররে পূর্বাভাস দেওয়া হয়ছিলি, ঈশ্বরেরে তদন্তমূলক বচিররে "ঘণ্টা" যখন আরম্ভ হল, তখনই তা এল।

১৮৪৪ সালের ২২ অক্টোবর ঈশ্বরেরে বচিররে "সময়" উপাসকদেরে দুই শ্রুণে উৎপন্ন করছিলি—যাদেরে দানয়িলে গ্রন্থেরে দ্বাদশ অধ্যায়ে "জুঞ্জানী" ও "দুষ্ট" হিসেবে উপস্থাপতি করা হয়ছে, আবার দশ কুমারীর দুষ্টান্তে "জুঞ্জানী" বা "মূর্খ" হিসেবে চিত্রিতি করা হয়ছে, এবং হাবাক্কুক গ্রন্থেরে দ্বিতীয় অধ্যায়ে "বিশ্বাসেরে দ্বারা ধার্মিকি সাব্যস্ত"দরূপে বর্ণনা করা হয়ছে—যাদেরকে বৈপীরীত্বে রাখা হয়ছে। তাদেরে সঙগে, যারা নবুখদনজেরেরে বচির আসার সেই "সময়"-এ তিনি যে চরিত্র প্রদর্শন করছিলিনে, ঠকি সেই একই চরিত্র প্রকাশ করছিলি।

দখে, যে অহংকারে ফুলে ওঠে, তার প্রাণ তার মধ্যে সৎ নয়; কনিতু ধার্মিকি ব্যক্তিতার বিশ্বাসে বাঁচবে। হাবাক্কুক ২:৪।

তিনিটিরখোর প্রতটিরি দুটি শ্রুণে প্রকাশতি হয়ছিলি, যখন ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪ তারখিে তাঁর বচিররে 'ঘণ্টা' এসে পৌঁছছিলি, যা নবুখদনজেরেরে বচিররে 'ঘণ্টা' নরিদশে করে। ১৭৯৮ ছিলি 'সাত সময়'-এর 'প্রথম' রোষেরে সমাপতি, যখন পাপাল ক্ষমতার উন্নতি থমে গয়িছিলি, কারণ তাকে একটি মরণঘাতী ক্ষত দেওয়া হয়ছিলি।

আর রাজা তার ইচ্ছামতো কাজ করবে; এবং সে নিজেকে উচ্চ করবে, এবং সব দেবতার উর্ধ্বে নিজেকে মহিমাবতি করবে, এবং দেবতাদেরে ঈশ্বরেরে বিরুদ্ধে আশচর্য কথা বলবে; এবং রোষ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত সে সফল হবে; কারণ যা নরিধারতি হয়ছে, তা সম্পন্ন হবে। দানয়িলে ১১:৩৬।

১৮৪৪ সালে "শেষ" ক্ৰোধে সমাপ্তি ঘটবে:

তিনি বললেন, দেখে, ক্রোধে অন্তিম সময়ে কী হবে আমতিমাকো জানাব; কারণ
নির্ধারণিত সময়ে সমাপ্তি ঘটবে। দানযিলে ৮:১৯।

দানযিলের চতুর্থ অধ্যায়ে "ঘণ্টা" শব্দটির প্রথম ব্যবহার ১৭৯৮-কে বোঝায়; যা ছিল
ইস্রায়লের উত্তর রাজ্যের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের "সাত সময়ের" ক্রোধে "প্রথম"টির সমাপ্তি;
সময়ের অন্তে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার আগমন; এবং "দনিগুরি শেষে" নবুখদনসেরের
"সাত সময়"-এর সমাপ্তি।

দানযিলে গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে "ঘণ্টা" শব্দটির দ্বিতীয় ব্যবহার ১৮৪৪ সালকে বোঝায়; যা
ছিল যহিাদার দক্ষিণ রাজ্যের বিরুদ্ধে "সাত বার"-এর "শেষ" রোধের সমাপ্তি এটি ছিল
তদন্তমূলক বিচারের সূচনা, এবং নবুখদনেজোরের ব্যক্তিগত বিচার।

প্রথম অধ্যায় তিনি ধাপের পরীক্ষার প্রক্রিয়ার ইতিহাস চিহ্নিত করে, এবং ১১ আগস্ট,
১৮৪০-এ প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার ক্ষমতাপ্রাপ্তিকে চিহ্নিত করে। চতুর্থ অধ্যায় ১৭৯৮
সালে সময়ে অন্তে প্রথম স্বর্গদূতের বার্তার আগমনকে উপস্থাপন করে, এবং তা প্রথম
অধ্যায়ের ওপর রখে পড়া উচিত। চতুর্থ অধ্যায় প্রথম স্বর্গদূতের বার্তা ও আসন্ন
বিচারের সতর্কতাকে গুরুত্ব দেয়, এবং ২২ অক্টোবর, ১৮৪৪-কে এবং তৃতীয় স্বর্গদূতের
বার্তার আগমনকে চিহ্নিত করে।

একসঙ্গে তারা শুধু অ্যাডভেন্টবাদে সূচনাই নয়, যুক্তরাষ্ট্রের সূচনাও প্রতিনিধিত্ব করে।
প্রথম থেকে তৃতীয় অধ্যায়ে অ্যাডভেন্টবাদে শেষ পর্যায়ের ইতিহাস এবং যুক্তরাষ্ট্রের
সমাপ্তি সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায় এবং বলেশাজারের সাক্ষ্যও ওই
প্রথম তিনি অধ্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রথম অধ্যায়টি, চতুর্থ অধ্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রখে, প্রথম স্বর্গদূতের আন্দোলন
এবং ১৭৯৮ সালে শেষকালের সময়ে যখন দানযিলের গ্রন্থের সলিমোহর খোলা হয়েছিল,
সেই সময়ে ইতিহাসকে উপস্থাপন করে। তখন যে বার্তাটি উন্মোচিত হয়েছিল, তা উলাই
নদীর দর্শনের মাধ্যমে প্রতীকায়িত্ব হয়েছে, যা দানযিলের সপ্তম, অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে
নহিত জ্ঞানের বৃদ্ধিকে নির্দেশ করে।

রাজা বলেশাসরের রাজত্বের তৃতীয় বছরে, প্রথম যে দর্শন আমাকে দেখা দিয়েছিল তার
পরে, আমিই দানযিলে, আবার একটা দর্শন দেখলাম। আমি দর্শনে দেখলাম; এবং দেখার
সময় দেখলাম যে আমি এলাম প্রদশের শূন্যের প্রাসাদে আছি; আবার দর্শনে দেখলাম
যে আমি উলাই নদীর তীরে আছি। দানযিলে ৮:১, ২।

প্রথম থেকে তৃতীয় অধ্যায়, পঞ্চম অধ্যায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রখে, তৃতীয় স্বর্গদূতের
আন্দোলন এবং ১৯৮৯ সালে যখন দানযিলের গ্রন্থের সীলমোহর খোলা হয়েছিল, সেই
সময়ে ইতিহাসকে উপস্থাপন করে। তখন যে বার্তা উন্মোচিত হয়েছিল, তা হৃদিকে নদীর
দর্শনের মাধ্যমে প্রতীকায়িত্ব হয়েছে, যা দশ, এগারো ও বারো নম্বর অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত
জ্ঞানবৃদ্ধিকে নির্দেশ করে।

প্রথম মাসের চব্বিশতম দিনে, আমি যখন মহা নদীর তীরে ছিলাম, যার নাম হৃদিকে।
দানযিলে ১০:৪।

আমরা নবুখদনেজ্জার ও বলেশাসরের বংশধারা নিয়ে আমাদের পর্যালোচনা পরবর্তী নবিন্দে অব্যাহত রাখব।

ঈশ্বরকে বাক্য নিয়ে আরও নবিড়ি অধ্যয়নের প্রয়োজন রয়েছে। বিশেষত দানয়িলে ও প্রকাশিত বাক্য গ্রন্থের প্রতী এমনি মনোযোগ দেওয়া উচিত, যা আমাদের কাজের ইতিহাসে আগে কখনো দেওয়া হয়নি। রোমান ক্রমতা ও পোপতন্ত্র সম্পর্কে কচ্ছিত্রে হযতো আমরা কম বলব, কিন্তু ঈশ্বরের আত্মার প্রেরণায় নবী ও প্রেরিতরা যা লিখেছেন, আমাদের তার প্রতীই দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত। পবিত্র আত্মা ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানে এবং ঘটনাবলির উপস্থাপনায় বিষয়গুলো এমনিভাবে বিন্যস্ত করছেন, যাতে শেখানো হয় যে মানব মাধ্যম যখন দৃষ্টির আড়ালে থাকে, খ্রিস্টে লুকিয়ে থাকে, আর স্বর্গের প্রভু ঈশ্বর ও তাঁর বর্ধি যখন মহামানবিত হন।

দানয়িলে গ্রন্থ পড়ুন। সেখানে উপস্থাপিত রাজ্যগুলির ইতিহাস একে একে স্মরণ করুন। রাষ্ট্রনায়ক, পরষিদসমূহ, শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী—এসব দেখুন; আর দেখুন, কীভাবে ঈশ্বর মানুষের অহংকারকে নত করছেন এবং মানব-মহমিকে ধুলোয় মিশিয়েছেন। মহানরূপে একমাত্র ঈশ্বরই প্রতীভিত। ভাববাদের দর্শনে তাঁকে দেখা যায় এক পরাক্রান্ত শাসককে নামিয়ে আরকেজনকে স্থাপন করত। তিনি মহাবিশ্বের সম্রাটরূপে প্রকাশিত, তাঁর চরিত্রস্থায়ী রাজ্য স্থাপনে উদ্যত—প্রাচীন দিনের জন, জীবিত ঈশ্বর, সমস্ত প্রজ্ঞার উৎস, বর্তমানের শাসক, ভবিষ্যতের উদ্ঘাটক। পড়ুন এবং বুঝুন—নজিরে প্রাণকে অহংকারে উঁচু করতে গিয়ে মানুষ কত দরদীর, কত ভঙুর, কত স্বল্পপায়, কত ভ্রান্ত, কত অপরাধী।

পবিত্র আত্মা ইশাইয়ার মাধ্যমে আমাদেরকে ঈশ্বরের দিকে—জীবিত ঈশ্বরের দিকে—মনোযোগের প্রধান বিষয় হিসেবে নির্দেশ করেন, খ্রিস্টে যত্নে ঈশ্বর প্রকাশিত হযেছেন সেই ঈশ্বরের দিকে। 'আমাদের জন্য একটি শিশু জন্মগ্রহণ করেছে, আমাদের জন্য একটি পুত্র দেওয়া হযেছে; এবং শাসনভার থাকবে তাঁর কাঁধে; এবং তাঁর নাম রাখা হবে আশ্চর্য, পরামর্শদাতা, পরাক্রমশালী ঈশ্বর, চরিত্রপতি, শান্তির রাজকুমার' [ইশাইয়া ৯:৬]।

ঈশ্বরের কাছ থেকে সরাসরি দানয়িলে যে প্রকাশ পয়েছেলিনে, তা বিশেষভাবে এই শেষে দিনগুলোর জন্য দেওয়া হযেছে। শনিারের মহান নদী উলাই ও হৃদিকেলের তীরে তিনি যিে দর্শনসমূহ দেখেছেন, সেগুলো এখন পরপূরণের পথে রয়েছে, এবং পূর্বঘোষিত সকল ঘটনাই শীঘ্রই ঘটে যাবে।

দানয়িলের ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ যখন দেওয়া হযেছেলি, তখন ইহুদা জাতের পরিস্থিতি বিবেচনা করুন। ইস্রায়লীয়রা বন্দীরা ছিল; তাদের মন্দির ধ্বংস হযে গিয়েছেলি, মন্দিরসবো স্থগিত ছিল। তাদের ধর্ম বলদান ব্যবস্থার নানা আচার-অনুষ্ঠানেই কেন্দ্রীভূত ছিল। তারা বাহ্যিক রূপগুলোকেই সর্বগ্রহে স্থান দিয়েছেলি, আর তাতে সত্য উপাসনার আত্মা হারিয়ে ফেলেছেলি। তাদের উপাসনা পৌত্তলিকতার প্রথা ও আচরণে কলুষিত হযেছেলি, এবং বলদানের আচার-অনুষ্ঠান পালনকালে তারা ছায়ার ওপারে সত্যের দিকে দৃষ্টি দিয়েনি। তারা মানুষের পাপের জন্য প্রকৃত উৎসর্গ—খ্রিস্টকে—অনুধাবন করতে পারনি। প্রভু জনগণকে বন্দীরা নযিে গেলেন, এবং মন্দিরের সবোও স্থগিত করলেন—যাতে তাদের ধর্মের সর্বস্বই বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান হযে না ওঠে। তাদের নীতি ও আচরণকে পৌত্তলিকতা থেকে শুদ্ধ করতে হতো। হৃদয়ের উপাসনা পুনরুজ্জীবিত হবার জন্যই আনুষ্ঠানিক সবো বন্ধ হযে গেলে। আধ্যাতমিক দিকটি প্রকাশিত হতে পারে বলই বাহ্যিক গৌরব সরিয়ে নেওয়া হলো। ম্যানুস্ক্রিপ্ট রলিজিসে, খণ্ড ১৬, ৩৩৩, ৩৩৪।

